জুলাই ১৫, ২০০৮, মঙ্গলবার : আষাঢ় ১৫, ১৪১৫

পানি দিয়ে চলবে গাড়ি চট্টগ্রামের বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর আবিষ্কার

চট্টগ্রাম অফিস : জ্বালানি তেলের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করে গাড়ি চালানোর এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন চট্টগ্রামের পলীতে বসবাসকারী এক নবীন বিজ্ঞানী। 'কমপ্রেস্ট ওয়াটার' নামে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে জ্বালানি তেলের সাশ্রয় হবে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। এই প্রযুক্তিতে ১ লিটার পানির সঙ্গে মাত্র ২০ মিলিলিটার তেল ব্যবহার করে ৯০ কিলোমিটার গাড়ি চালানো যাবে বলে গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে নবীন বিজ্ঞানী জয়নাল আবেদীন জানান।

তবে তেলটা শুধু ব্যবহার হবে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময়। অন্য সময় পানি থেকে উৎপন্ন হাইড্রোজেন দিয়েই চলবে গাড়ি। নিজের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জয়নাল সাংবাদিকদের জানান, হাইড্রোজেন একটি বিস্ফোরক এবং পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন– এই দুটি উপাদানই রয়েছে। এই প্রযুক্তির মূল সূত্র হলো পানি থেকে অক্সিজেনকে বের করে দিয়ে হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো। এতে হাইড্রোজেনের পাশাপাশি ৫ থেকে ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল ব্যবহার হবে। তিনি বলেন, এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ জ্বালানি তেলের সাশ্রয় হবে এবং এতে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে না। হাইড্রোজেন তখনই উৎপাদন হবে যখন তেলের সাহায্যে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে এবং ততোটুকু পর্যন্ত হাইড্রোজেন উৎপাদন হবে ইঞ্জিন যতোটুকু ধারণ করতে পারে।
ভোরের কাগজের এক প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানী জয়নাল আবেদীন বলেন, এই প্রযুক্তি একটি গাড়িতে ব্যবহার করতে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো খরচ হবে। তবে এই প্রযুক্তিকে বিশ্বমানের করতে গেলে এবং একে বাণিজ্যিকীকরণ করতে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে তিনি জানান।
বিজ্ঞানী জয়নাল আবেদীন আরো বলেন, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব দ্বিগুণ হবে। গতিও বাড়বে ৬০ শতাংশের ওপরে। তিনি নিজের মার"তি সুজুকি গাড়িতে প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করেছেন। এই গাড়ি তিনি নিজে চালিয়ে দেখান এবং সংযোজিত যন্ত্রগুলো সাংবাদিকদের দেখান।
জয়নাল আবেদীন রাউজানের সূর্যসেন পলীর বাসিন্দা। তিনি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তিনি রাউজানের জেবি ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করেন। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে তার প্রগাঢ় কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহল আজ তাকে এক অভিনব প্রযুক্তি উদ্ভাবক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। বিকল্প জ্বালানির জন্য গত চার বছর ধরে তিনি গবেষণা করে গত ১২ জুন রাতে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফল হন। বর্তমান বিশ্বে যখন বিকল্প জ্বালানির খোঁজে সবাই অস্থির, তখন বাংলার নবীন এই বিজ্ঞানীর আবিস্কার হয়তো নিয়ে যাবে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

This page has been printed from the web site of Bhorerkagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/online/news.php?id=53968&sys=1

Developed by: Colors of Bangladesh (www.cob-it.com/enews)